কল্পনার জগতে

প্ৰিয় বই। প্ৰথম লাইনটাই দেখা যাক, 'A Boat

on a sea. A tiny speck out on a lazy drift

basking under a sun that tantalises.' একটা

ছবি পাঁপড়ি মেলে উপস্থাপিত হচ্ছে। টেনে নিয়ে

সিনেম্যাটিক প্রেজেন্টেশনের মতো। 'ক্লাস্টার অব

ইমেজেস' আসছে। এটা যেন ছবির জন্য তৈরি।

লেখেন ?' আমি বললাম, 'না। এটা আমার লেখার

ধরন। লিখতে বসে আমি চোখের সামনে সিনেমা

চলচ্চিত্রকারদের খুব অসুবিধার মধ্যেও ফেলেছি 'দ্য জ্যাপানিজ ওয়াইফ'-এর শুটিংয়ের সময়

আকাশে জাপানি ঘুড়ি আর বাংলা ঘুড়ির লড়াই হচ্ছে। ঘডির লডাই শুটিং করা কত শক্ত তুমি

অপর্ণা সেন আমাকে বললেন, 'তোমার কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই ? তুমি লিখেছ সুন্দরবনের

জানো? আমি জানতাম না। আমি কল্পনা

করেছিলাম জাপানি ঘুড়ি বারোমন বা সুগারুর সঙ্গে প্যাঁচ লড়ছে আমাদের পেটকাটি-চাঁদিয়াল।

কিন্তু ধরুন, আমার প্রিয় লেখক দস্তয়েভস্কি। যিনি

কিনা সম্পূর্ণ মস্তিষ্কনির্ভর। যখন 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' পড়ছি, ভেবে নিতে হচ্ছে ঘটনাটা কি

দস্তয়েভস্কির এসবে ইন্টারেস্ট নেই। উনি অন্য

করি সবাইকে তা করতে হবে বলছি না। এটা

চিন্ময় আপনি ছোটবেলায় ছবিতে অভিনয়

কণাল নিষ্চয়ই। আমি মনে করি, যদি এমন

উপন্যাস লিখতে পারি, যেটা পড়তে গিয়ে আপনি

সংগীত গুনবেন, ব্রেখটের নাটকের মতো সংলাপ

মানসকল্পে দৃশ্য ফুটে উঠবে, সে উপন্যাস সার্থক

হতে বাধ্য। অবশ্য এগুলো যে আমি জোর করে,

অঙ্ক কষে আনার চেষ্টা করছি তা নয়। অঙ্ক কষে

আনা যায় না। কোনও একটা গভীর সংমিশ্রণের

চিন্ময় এরপর আরেকটা ব্যাপারে আসি, যেটা

আপনার বাংলা এবং ইংরেজি উপন্যাসের ক্ষেত্রে

ভাবনা। Single thematic preoccupation যদি

কিছু থেকে থাকে সে হচ্ছে— ইতিহাস। যেমন

ধরা যাক, 'ওপিয়াম ক্লার্ক'। ১৮৫৭ সালে হিরণ

ইউরোপীয় বর্ণবৈষম্যের মূলে যে বিজ্ঞান: ১৮৫৫। বা "ইয়েলো এম্পারার'স কিওর" পর্তুগালে আর

চিনে সিফিলিসের রহস্যসন্ধানী ডাক্তার আন্ডোনিও

একটা চেষ্টা। বানিয়ে না, চিত্রকল্পের দিকে চুম্বকের

ইতিহাসের দিকে চলে যান। যেমন 'তেজস্বিনী ও

আমাদের স্নায়ুপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না।

ইরাক যুদ্ধ ও তাকে ঘিরে মানবতাকে বোঝার

চেষ্টা। ইতিহাসের ব্যাপারটা কি আপনার মায়ের

কুণাল হাঁা। এটা আমার খুব কষ্টের জায়গা।

লেখাপড়ায় ভাল হলে ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হত।

নইলে বেকার হতে হত। আমি একেবারে মধ্যবিত্ত

লেখিকা। কাজেই বুদ্ধিভ্রস্ট হয়ে ইতিহাস পড়িনি।

যেখানেই যাই, ইতিহাস আমাকে টানে। একটা

ছোট গল্প বলি। আমার প্রথম উপন্যাস 'দ্য

সন্ধিস্থল, যাকে 'গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল' বলে.

ওপিয়াম ক্লাৰ্ক' লেখার আগে আমার স্ত্রী আর

মেয়েকে নিয়ে থাইল্যান্ড, বার্মা ও লাওসের যে

সেখানে ট্রেকিং করছিলাম। এক সন্ধ্যায় ট্রেকিং

গাইড একটা বই ধরিয়ে দিয়ে গেল। ভাবলাম-

হেরোইন ট্রাফিকিং নিয়ে লেখা। এই বিষয়টার

তাই পাতা উলটাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা

প্রথমেই মনে হল এটা ভুল। আমি খোদ

উপর আমার কোনও দিনই কোনও আগ্রহ ছিল

না। কিন্তু যেহেতু আমার সময় কাটানো প্রয়োজন

লাইন। "In the nineteenth century, the capi

tal of the world's drug trade was Calcutta.

কলকাতার লোক, জন্ম-কন্ম কলকাতায়, আমার

ইতিহাসের বইয়ে পড়িনি। মনে হল, ব্যাপারটা

অনুসন্ধান করতে হবে। তখন আমি ম্যাকগিলে

চাকরি করতাম। আমার এখনও চোখে ভাসছে

দিনটা আমাব স্নী চিনা ভাষাব ছাত্রী ওব

চাইনিজ ডিপার্টমেন্টের পাশেই লাইব্রেরি

খুলে পড়তে শুরু করলাম আফিম চাযের

চোঁখের সামনে ফুটে উঠল। বুঝলাম,

কিসসা। গোটা ইতিহাসটা আমার

স্কুল-কলেজে কেউ তো আমাকে বলেনি। কোনও

বোর হচ্ছি একটু পড়ি। বইটা গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেলে

স্কলে ইতিহাসই আমার সবথেকে প্রিয় বিষয়

পরিবারের ছেলে। বাবা রাজনৈতিক কর্মী, মা

কিন্তু ইতিহাসের লোভ আজও মারাত্মক।

ছিল। কিন্তু আমি যে প্রজন্মের বাঙালি, সে

থেকে পাওয়া? উনি তো ইতিহাসের ছাত্রী

ছিলেন।

জন্মাচ্ছে। বিদ্রোহ, যুদ্ধ, সমুদ্রঝড়। 'রেসিস্টস

মারিয়া: ১৮৯৮। ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ করার

মতো ছুটে চলেন যেভাবে, সেরকমভাবেই

শবনম' একটা ইতিহাস। ইতিহাস না হলে

খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস একটা প্রায় কেন্দ্রীয়

শুনবেন, চোখেব প্রদায় চলচ্চিত্র দেখবেন,

করেছেন। বাংলা আর ইংরেজিতে নাটক

করেছেন। সেটাও কি কোনওভাবে লেখাকে

জায়গায় যাচ্ছেন, মনের ভিতরে যাচ্ছেন। আমি যা

রাশিয়ায় ঘটছে না অন্য কোথাও? কারণ

আমার আপ্রোচ ট রাইটিং।

সাহায্য করেছিল?

ভিতর দিয়ে আসে।

কণাল আমাকে অনেকেই এটা বলেন।

সম্প্রতি মুম্বইতে একজন জিগ্যেস করলেন

আচ্ছা, আপনি কি সিনেমার কথা ভেবে

দেখতে চাই।' কিন্তু এটা করতে গিয়ে

যাচ্ছে একটা উপন্যাসের পিঞ্জরে। একটা

লেখকই দুনিয়ার সম্রাট

চিনায় গুহ

chinmoy.guha@gmail.com

চিন্ময় গুহু ১৯৮০ সালের এপ্রিলে মারা যাওয়ার একমাস আগে, প্যারিসের 'লা নুভেল অবসেরভাতর' কাগজে এ কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বামপন্থী জঙ্গি, আত্মগ্রময় জাঁ-পল সার্ত্র লিখছিলেন- অনেক দিন ধরেই আমার মনে হচ্ছে কমিউনিন্ট পার্টি বিপ্লবের সবচেয়ে বড় শক্র, কারণ আইডিয়াগুলো উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু ভাবটা দেখানো হয় সেগুলো নিচ ধেকে আসহে। সুতরাং একটা শুনাতাবোধ থেকে আয়ানুসন্ধান শুরু হল। যাকে বলা যায়— Going back to the miror. আছা, আপনি তো ছেটবেলায় ছবি আঁকতেন। প্রথমে ছবি আঁকার কথা ডেবেছিলেন ?

কুণাল আর্টিস্টই হতে চেয়েছিলাম। একটু বড় হয়ে অভিনেতা। উৎপলদার গ্রুপে অভিনয় করতাম। ইদানীংকালে গৌতম ঘোষ অসম্ভব সাহস দেখিয়ে একটা ছবিতে একটা ছোট রোলও দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি একজন failed artist and failed actor. অতএব, লেখার মধ্যেই এই সত্তাগুলোকে জায়গা দেওয়ার চেষ্টা করি। সবচেয়ে বেশি জরুরি— ইমেজারি। যে ঘটনা ঘটছে, যে চরিত্রগুলোর আমার চারপাশে ঘোরাফেরা করছে, মনের লেন্সে দেখতে না পেলে আমি লিখতে পারব না। 'তেজস্বিনী আর শবনম'-কে ষড়রিপু দিয়ে আঁকড়ে ধরতে হবে। প্রত্যেকটা মুহূর্ত সিনেমার মতো উদ্ভাসিত হওয়া চাই। আলোটা কোনদিক থেকে এসে পড়েছিল সংলাপগুলো কেমন ? আবহে সংগীত ছিল না কি স্তব্ধতা ? পুরো সিনটা চিত্রনাটোর মতো যেন। এটা সমস্ত লেখকের ক্ষেত্রেই যে খাটতে হবে, আমি তা বলছি না। অনেকে অন্যভাবেও লেখেন। দু'টো জিনিস আমার লেখার ক্ষেত্রে জরুরি। এক. সেন্সুয়ালিটি আর দুই, সেনসিবিলিটি। 'সেন্সুয়ালিটি' মানে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শকে কাগজে ফুটিয়ে তোলা। 'সেনসিবিলিটি'-র অর্থ হৃদয় এবং মস্তিম্ব। এই দু'টোকে নিয়েই আমাকে এগতে হবে। হয়তো 'পিক্টোরিয়াল আই' বলেই সেন্সুয়ালিটির দিকেই আমি ঝুঁকি। ধরুন, আপনি যদি আমার গল্পের চরিত্র হন, আপনার আনুষ্ঠানিক বর্ণনা দিয়ে শুরু করা যেতেই পারে, আপনি যে ইংরেজির সাহিত্যের স্বনামধন্য অধ্যাপক, ফরাসি ভাষাবিদ, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি সেভাবে শুরু করব না। আপনার চরিত্র লিখতে গিয়ে আমি লিখব— এই কেমন আপনি একটি আলোর তলায় বসে আছেন, আলো-অন্ধকারে আপনার মুখের অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে, অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, আপনি আছেন এখানেই। কিন্তু আপনার মনটা যেন অন্য কোথাও। Sensuality will be my starting point. রবীন্দ্রনাথের একটা গানের লাইন খুব পরিচিত— আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব। আমি রূপও চাই, ভালবাসাও চাই।

চিন্ময় কাজেই ছবি আপনাকে ন্যারেটিভে সাহায্য করছে।

কুণাল মোৎসার্ট একজায়গায় বলছেন 'I saw the symphony in the blink of an eye.' আছো, মানুষ সংগীত দেখে কী করে, কলুন তো? আমি জানি না। আরেকটা জিনিস এই দেখা এসঙ্গে বলছি বিবেকানন্দ দক্ষিণেম্বরে দেখা করতে গিয়েছেন, রামকৃষ্ণর সঙ্গে। চিন্তাশীল নরেন রামকৃষ্ণরক জিগ্যেস করতেই পারতেন 'ঈশ্বর কী বস্তু? ইহার প্রয়োজন কী?' তাত্বিক ব্যাখ্যা চেয়ে বসলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না। বিবেকানন্দ জিগ্যেস করলেন, 'ঠাকুর, তুমি মাকে দেখেছ?' রামকৃষ্ণ বললেন 'দেখেছি, তোকেও দেখাতে পারি।' দেখা... দ্য প্রাইমেসি অফ সাইট। ভিসেরাল ট্রুথ— যা দেখছি তাই সত্য। তারপরে আসে মস্তিদ্ধ। কাজেই এই সেন্স্যালিটি-র জণ্ডটা, ইমেজারি-র জগৎটা আমার লেখার ক্ষেত্রে প্রয়োজন। আবার বলছি, সমন্ত লেখকের ক্ষেত্রে

এটা প্রযোজ্য এমন নয়। চিন্ময় আপনার লেখা থেকে একটা ছোট উদাহরণ দিচ্ছি। ধরা যাক 'রেসিস্টস', আমার

হুটি রবিবার ১৯ আগস্ট ২০১৮ 8

লিখতে বসে ঔপন্যাসিক কুণাল বসু চান চোখের সামনে একটা সিনেমা দেখতে। 'সেন্সুয়ালিটি' এবং 'সেনসিবিলিটি' তাঁর প্রধান অস্ত্র। লেখার প্রয়োজনে গবেষণা করেন। ইতিহাস তাঁর সব লেখার অনিবার্য প্রি-অকুপেশন। বঙ্কিমচন্দ্রকে মনে করেন সার্থক উপন্যাস-লিখিয়ে। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে গোর্কি সদনে **কুণাল বসু**-র সঙ্গে কথা বলেছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক চিন্ময় গুহ। আজ শেষ অংশ।

এটাই বিশ্বের প্রথম 'গ্লোবাল ট্রেড'। সাংঘাতিক

রোমাঞ্চকর। বছর দুয়েক গবেষণার পর তৈরি হল

আফিমের কেরানিকে নিয়ে লেখা উপন্যাস। এই

কিছুদিন আগে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম

একটা আলোচনা সভায়। গিয়েই আমার মনে হল,

কল্যাণী ছিল না, ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার

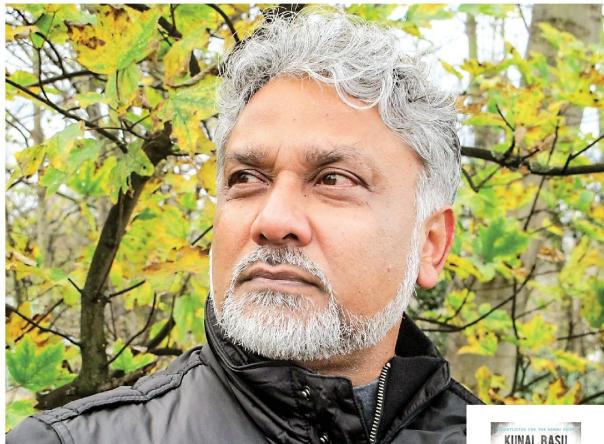
বম্বার ঘাঁটি। পরবর্তীকালে বিধানবারু নাম দিলেন

রুজভেল্ট টাউনে এসে গিয়েছি। কল্যাণী তো

জিনিসও আপনার আছে, যেটা অনেক জায়গায় বলেছেন— ইম্পাল্স ফর দ্য স্টোরিস। গল্পের মোহ।

কুণাল ইদানীং ফেসবুকে দেখছি কেউ কেউ লিখছেন— উপন্যাসে গল্প থাকা অনুচিত। Nonnarrative fiction-ই কাম্য। এটা ডেরিডেটিভ চিন্তা, বহুদিন আগেই ইউরোপে এরকম অনেকে বলে গিয়েছেন। দেখুন, লেখককে বলা উচিত নয়, কী লেখা উচিত বা উচিত নয়। যেটা ভাল মনে করেন, সেটাই লিখবেন। কাজেই খাঁরা নন-ন্যারেটিভ লেখেন তাঁদের সঙ্গে আদৌ কোনও ঝণড়া নেই। ছোটবেলায় দু'রকমের বই পড়তো — পজার বই আর গল্লের বই। পড়ার বই পড়তে ভাল লাগত না, গল্পের বই লাগত। কারণ— গল্প। এই গল্প আমার কাছে লেখার উন্মাদনা। একটা ছোট প্রসঙ্গে আছে। ২০১৬-য় এল কোথা থেকেং দ'বছব আগে পাচাব নিযে একটা গল্প মাথায় ঘুরছিল। এ ব্যাপারে সন্দেশখালিতে একটা এনজিও আমাকে খব সাহায্য করে। আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করছিলাম। প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্যে। একদিন গেলাম একটা ভাঙা স্কুলুবাড়িতে, পাচার থেকে রেস্কিউড হয়েছে এরকম কিছু মেয়ের ইন্টারভিউ করতে। রেকর্ডার, ডায়েরি, পেন নিয়ে আমি প্রস্তুত। প্রায় ১২-১৩ জন বাচ্চা মেয়ে আপেক্ষা করছিল। কী বলব আপনাকে চিন্ময়, আমি তাদের একটাও প্রশ্ন করতে পারিনি। তারাও কেউ কথা বলছিল না। তাদের চোখগুলো কথা বলছিল। এই কলকাতা থেকে ৬০-৭০ মাইল দূরে, আদিম হিংস্রতার শিকার এরা। গুরগাঁও, দিল্লি, মুম্বই তো আছেই কাউকে কাউকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যে। ভেবে দেখুন উত্তর-দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাচ্চা মেয়ে ওমান, সিরিয়া, ইরাক,

টেলিভিশনে ইন্টারভিউ দিচ্ছিলাম। খব সাংঘাতিক প্রশ্নকর্তা। অনেক কিছু পড়েছেন, এমন সব প্রশ্ন করছেন, আমার বেশ নার্ভাস লাগছিল। বললেন, আপনার প্রথম উপন্যাস 'ওপিয়াম ক্লার্ক', বিশ্বজোড়া আফিম ব্যাবসা বিশেষত চিনে, কিন্তু আপনি তো চিনা নন।" আমি বললাম, 'না।' আপনার দ্বিতীয়, 'দ্য মিনিয়েচারিস্ট', মুঘল উপন্যাস। আকবরের সময়কার। কিন্তু আপনি তো মুসলমান নন।" আমি বললাম, 'না।' "'রেসিস্টস' ভিক্টোরিয়ান নভেল, একজনও ভারতীয় সেখানে নেই। ঘটনা ঘটছে আফ্রিকা এবং ইংল্যান্ডে। কিন্তু আপনি তো শ্বেতাঙ্গ নন।" আমি বললাম, 'না।' 'Do you think you own this world? আপনি কি এই বিশ্বের মালিক ?' মানে হচ্ছে, তুমি তোমার নিজের দেশের গল্প না বলে এসব বলছ কেন? সেই মুহূর্তে একটা লাইন মাথায় এল। আমি বললাম, 'Yes, I own this world by my imagi-nation.' কল্পনার জগতে আমিই দুনিয়ার রাজা। যে কোনও সাহিত্যিকই তাই। নিজের লেখা পড়ে বা বিচার করে, তার মূল ফিলজফি কী সেটা বলা খুব শক্ত। বোরহেসকে কেউ একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি যে এসব লিখেছেন, এর



কল্যাণী। কীভাবে কল্যাণী রুজ্বভেল্ট নগর হল তা নিয়ে সাংঘাতিক গল্প লেখা যায়। ধরুন আমার ইংরেজি উপন্যাস 'কলকাত্তা'। ১৯৪৬-এ গান্ধী অনশনে বসেছেন কলকাতায়। হাজার হাজার বিহারি মসলমান চলে যাচ্ছেন পূর্ব পাকিস্তানে। ঢাকায় পৌঁছে তাঁরা উঠলেন রিফিউজি ক্যাম্পে এঁরা না ভারতীয়, না পাকিস্তানি। পরবর্তীকালে বাংলাদেশও সিটিজেনশিপ দিল না। বিহারি মুসলমান পড়ে থাকলেন, আজও আছে সেই ক্যাম্প। এবার জেনিভা ক্যাম্পের মানয আন্তে আস্তে কলকাতার দিকে আসছে। সীমান্ত পেরিয়ে এই জাকারিয়া সিট্রট, চিৎপুর, মেটিয়াবুরুর খিদিরপর অঞ্চলে। এত অসাধারণ ইতিহাস ! The history of lost people. এর উপর ভিত্তি করেই 'কলকাত্তা' উপন্যাস। কলেজে ইতিহাস পড়লে ডিগ্রি থাকত, কিন্তু ইতিহাসের প্রতি লোভ থাকত কি না জানি না। যে বিষয়টা পড়ে পরীক্ষা পাস করতে হয় তার প্রতি বিরূপ ভাব জন্ম নেওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমি সাহিত্য বা ইতিহাস

পড়িনি, তাই এদের প্রতি আমার আজন্ম প্রেম। চিন্মায় আপনি বলেছেন বঞ্জিমচন্দ্র আপনার প্রিয়তম লেখন। রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও আপনাকে আকর্ষণ করে, যেমন ধরা যাক, 'মাধবীকস্কণ' বা 'মহারাষ্ট্র

জীবনপ্রভাত'। মানে, মনের মধ্যে একটা cr imagination-এর স্পেস তৈরি করে দেয় কুণাল বঞ্চিমচন্দ্র আমার প্রিয় লেখক। যদি ক্রাফট ভাবেন এবকম কমপ্লিট নভেলিস্ট দুনিয়াতে হয়নি। ওঁর হাতে কী ছিল না! ইতিহাসের মাধ্যমে পরিবেশ রচনা, চরিত্র গঠন ও বিকাশ, সংলাপ, নাটকীয়তা। কোথায় শেষ করবেন, বিলক্ষণ বুঝতেন। 'কৃষ্ণ্ণকান্তের উইল' এর মতো উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যে বিরল। এই বঙ্কিম আমার চেতনায় গভীর ঘাঁটি গেড়ে আছেন। বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হলে কৃষ্ণকান্তের ভাষায় বলি, 'অকত্রিম হৃদয়ে তোমার প্রণয়কে অকত্রিম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। এখন তা ভল বঝিতে পারি রমেশচন্দ্র দত্তর 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত', 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা', 'মাধবীকঙ্কণ' গোগ্রাসে গিলতাম। চিন্ময় ইতিহাসের পাশাপাশি আরেকটা

"বঙ্কিম আমার প্রিয় লেখক। যদি ক্রাফট ভাবেন, এরকম কমপ্লিট নভেলিস্ট দুনিয়াতে হয়নি। ওঁর হাতে কী ছিল না! ইতিহাসের মাধ্যমে পরিবেশ রচনা, চরিত্র গঠন ও বিকাশ, সংলাপ, নাটকীয়তা। 'কৃষ্ণ্র্কান্তের উইল'-এর মতো উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যে বিরল। এই বঙ্কিম আমার চেতনায় গভীর ঘাঁটি গেড়ে আছেন। বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হলে কৃষ্ণ্র্কান্তের ভাষায় বলি, 'অকৃত্রিম হৃদয়ে তোমার প্রণয়কে অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। এখন তা ভূল বুঝিতে পারি।"

আমার এজেন্ট আর পাবলিশার্স বারবার বলত, 'কুণাল, তুমি একটা কলকাতার ওপার বই লিখছ না কেন? চিনে চলে যাছ বা পর্তুগাল, আফ্রিকা চলে যাছ কিন্তু কলকাতা নয় কেন? কারণ, এম-কেনও গল্প তখনও মাথায় আসেনি যার প্রেক্ষাণ কলকাতা আম ছক কযে উপন্যাস লিখতে পারি না। প্রথমে একটা গল্প ভাবতে হবে। যে গল্পটা আমাকে ক্লাবে— চেয়ার ছেড়ে ওঠো। গবেষণা করো। এখানে-সেখানে গিয়ে বইপের, ছিনিসপত্র ঘাঁটো। যে অঞ্চলে কোনও দিনও যাওনি সেখার যিটো। ধরুদ, 'ককরাছা'-র পুরুষ যৌনকর্মী। কে তাদের চেনে? আমি তো চিনতাম না।

চিন্ময় একটা ঘটনায় আপনি জানতে পারলেন, তাই তোঃ সেটা একটু বলুন না। কুণাল সদর সিটুটে ছোট ছোট গেস্ট হাউস

আছি, যেখানে বিদেশিরা এসে ওঠে। আমাদের গাড়ি নেই। আমি সব জায়গায় হেঁটে যাই। রাত্রিবেলায় এ-রাস্তা, সে-রাস্তা ঘোরাঘুরি করা বাতিক। একদিন দেখলাম, কিছু ইয়ং ছেলে মোটর সাইকেলের উপর বসে আছে। সন্দর চেহারা, পারফিউমের গন্ধ, হাতে সোনার চেন। ভাবলাম এরা কারা? ওখানে একটা জ্বসের দোকান ছিল সেই দোকানির সঙ্গে বন্ধুত্ব জমালাম। 'ইয়ে লোক কউন হ্যায়?' বলল, 'এরা টুরিস্ট গাইড।' 'বেড়াতে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কী কী করে? বলল, 'নেশার জিনিস দরকার হলে জোগাড় করে দেয়।' 'আর কী করে?' বলল, 'কারও যদি অন্য কোনও সেবা লাগে...।' বঝতে পারলাম ব্যাপারটা কী। 'সেবা' মানে যৌন পরিযেবা। তখন মনে হল এখানে গল্প আছে, যেটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। তারপর দু'বছর ধরে ঘুরেছি। বন্ধত্ব করেছি, বাড়ি গিয়েছি, মা-ভাই-বোনদের সঙ্গে মিশেছি। স্ত্রীদের সঙ্গেও। তাঁরা জানেন না স্বামীদের পেশা কী। একটা জগৎ উন্মোচিত হল। গবেষণাটা খুব জরুরি। আমি যদি কেবলমাত্র টেবিলে বসে উপন্যাস লিখে ফেলি. কেবলমাত্র ম্মতির ভাণ্ডার থেকেই সবটা হয়ে যায়, তবে লেখার উন্মাদনা চটপট ফুরিয়ে যাবে।

চিন্ময় আমার মনে হচ্ছে বাংলা সাহিত্যে যে দমস্যাটা এখন, তার দু'টো দিক থেকে আমরা শুরু রুবেছিলায়। এর হল বিশ্বদেজনা আবের হল গবেষণা। উপন্যাসে গোটা কয়েক বিদেশি চরিত্র বসিয়ে দিলাম তাহলেই বিশ্বের উপন্যাস হয়ে গেল তা তো হয় না ! ওই সীমানার মধ্যেই আমরা ঘুরে যাচ্ছি ৪০-৫০ বছর ধরে। সাত-আটের দশক থেকে। সেজন্য দরকার কুণালের মতো লেখক যারা দনিয়াটাকে দেখেছে। সেই দেখা শুধু ইংরেজি উপন্যাসের মধ্যে নয়, বাংলা উপন্যাসের মধ্যে আসছে। দুনিয়ার সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হচ্ছে, যেটা আমরা পারছি না, কপমগুকের মত বাস করছি। সেটা একটা বড ব্যাপার। আর দ'নম্বর— গবেষণা খবই কম হয়। তা কলকাতার মেল প্রস্টিটিউশন নিয়েই হোক বা ওপিয়াম ট্রেড নিয়েই হোক। গবেষণা ছাড়া লেখার স্পাইন তৈরি হয় না। কুণাল গবেষণা নানা ধরনের। যেমন

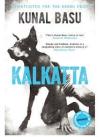
'তেজস্বিনী ও শবনম'-এর প্রসঙ্গে বলি। এই গল্পটা

লেবাননে পতিতা। দুবাইয়ের আধুনিক স্লেভ মার্কেটে তাদের বিক্রি করা হয়েছে। রিফিউজি ক্যাম্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে দালালরা। মা-মেয়েকে সওদা করবে বলে। কী প্রশ্ন করবং তাদেবই মধ্যে একজন, যাকে মনে মনে নাম দিয়েছিলাম শবনম, আমাকে বাধ্য করে এই উপন্যাসটা লিখতো কিছ গবেষণা করব কী করে? ইরাক যাওয়া সম্ভব নয়। অতএব সেকেতারি রিসার্চ করতে হল, যে সাংবাদিরা ইরাক ঘুরে এসেছেন উদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে। এটাও একটা আগ্রহ ছিল। আন্তর্জাতিক ওয়ার করেসপল্লেটেশের জীবনটা কীরকম। হলিউডের সিনেমার মতো অতিনাটকীয় নয় জানি, কিস্তু কী তাদের আশা-আকাঙকা? মৃত্যু অবশান্তারী জেনেও ওঁরা যুদ্ধক্রে কিরে যান কেন?

একটা সময় বিশ্বাস করতাম যুদ্ধ দুই প্রকার– ন্যায় যুদ্ধ ও অন্যায় যুদ্ধ। পরে অবশ্য বুঝেছি সব যুদ্ধই অন্যায়। কিন্তু যুদ্ধের কারণ কী? ইরাকে শক্র-মিত্র বোঝার উপায় নেই। তেলের জন্য যুদ্ধ, অস্ত্র সাপ্লাইয়ের জন্য যুদ্ধ, জমি দখলের যুদ্ধ, জিও-পলিটিক্সের কারণে যুদ্ধ, শিয়া-সুনির যুদ্ধ, কুর্দদের জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ, সামন্ত্রতান্ত্রিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। কারণ বোঝা অসন্তব। একটা লাইন আছে এই বইয়ে, একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলা বলছেন— বহু শতাব্দী ধরেই যুদ্ধ চলছে আমাদের দেশে, থামানোর ক্ষমতা আল্লাহ আমাদের দেননি। লন্ডনে কিছু সাংবাদিকের সঙ্গে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করেছি আসল রিয়ালিটিটা কী, কারণ যেটা লিখছি সেটা তো তাত্ত্বিক থিসিস নয়, একটা গল্প। গল্পের রস আর চরিত্রগুলো ফুটিয়ে তুলতে না পারলে সবই বৃথা। চিন্ময় বাংলা ভাষা ব্যবহারে আপনি অতিকথন ভালবাসেন না, কম শব্দের মাধ্যমে

কমিউনিকেট করেন। কুণালা ঠিক। কেয়ারি করা বাগানের মতো মিষ্টি নিটোল বাংলা গদ্য আমার পছন্দ নয়। কথায় কথায় উপম, একই চিণ্ডা বারবার ঘূরিয়ে ফিরিয়ে বলা, শব্দের ফুলফুরি ছুটিয়ে ক্ষমতা জাহির— আমাকে আকর্ষণ করে না। ভাষাকে আঘাত করলেই সে বাঁচবে, নয়তো ফুলদানিডে সাজানো ফুলের মতো গুলিয়ে বাবে। এছাড়া আমি spare lyricism ভালবাসি। যেমন জন কুতজিয়ার লেখা বা মাইকেল ওন্দাজের। আমার এক প্রিয় কবি সমর সেনকে গুনতে হয়েছিল তাঁর লেখায় নাকি বাংলা সাহিত্যের রস নেই। রস আছে কি না জানি না, অমৃত আছে।

চিন্ময় শেষমেশ একটা মানবিক জায়গায় পৌছতে চান আপনি। এত তথ্য, এত গবেষণা, এই যে হিউম্যানিজম, সেটা আমরা সব উপন্যাসেই দেখেছি। 'রবিশংকর' আপনার প্রথম বাংলা উপন্যাস, এবং দ্বিতীয় 'বাইরে দঙ্গজা', আর বিশেষ করে 'তেজম্বিনী ও শবনম'-এ। গল্প অতিক্রম করে একটা এলিডেশনের জায়গায় পৌছচ্ছেন আজকের এই যন্ত্রণারিষ্ট দুনিয়াতে, যেখানে ভয়ে আমানের কান বধির হয়ে মাড়িয়ে অছি হয়ে গিয়েছে চোখ, আমরা হলুদ হতে থাকা শ্বেত করোটিরে সামনে স্থবির হয়ে দাড়িয়ে আছি। ক্রুণাল কিছুদিন আগে নিউ ইয়র্কে একটা



সদর স্ট্রিটে একদিন দেখলাম, কিছ ইয়ং ছেলে মোটর সাইকিলের উপর বসে আছে। সুন্দর চেহারা, পারফিউমের গন্ধ, হাতে সোনার চেন। ভাবলাম এরা কারা ? একটা জুসের দোকানির সঙ্গে বন্ধুত্ব জমালাম। 'ইয়ে লোক কউন হ্যায়?' বলল, 'এরা টুরিস্ট গাইড।' 'বেড়াতে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কী কী করে?' বলল, 'নেশার জিনিস দরকার হলে জোগাড় করে দেয়।' 'আর কী করে ?' বলল, 'কারও যদি অন্য কোনও সেবা লাগে...।' বুঝলাম ব্যাপারটা কী। 'সেবা' মানে যৌন পরিযেবা। তখন মনে হল এখানে গল্প আছে, যেটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে।

অন্তর্নিহিত সত্যটা কী বলুন তোং উনি বলেছিলেন, এটা আয়াকে জিগ্যেস কববেন না। GOD should not act like a theologist. ভগবানকে ভগবানের কাজ করতে দাও। ভগবান কেন বিশ্লেষণ করবেন ? আমি অতদুর যাচ্ছি না। বুদ্ধদেব বসু বোদল্যেয়রের কবিতা অনুবাদ করে, ভমিকায় যে লাইনটা লিখে শেষ করেন, সেটা আমাকে অসম্ভব অনুপ্রেরণা দেয়। উনি লিখেছিলেন 'মানুষ দুঃখী, কিন্তু সে জানুক সে দুঃখী;মানুষ মুমূর্যু, এবং সে জানুক সে মুমূর্যু;মানুষ অমৃতাকাঞ্জনী, এবং সে জানুক সে অমৃতাকাঞ্জ্মী ৷... এই জ্ঞানেই আধুনিক সাহিত্যের অভিজ্ঞান।' এরপর আর কিছ বলার থাকে না। চিন্ময় বিশ্বনাগরিকতা, বিস্ময়বোধ, এসব মিলিয়েই উপন্যাস। এবার বোধহয় আমাদের এক বিরাট আকাশের নিচে পৌঁছনোর সময় হয়েছে।

> অনুলিখন অগ্নিভ মাইতি (বিশেষ কৃতজ্ঞতা গোর্কি সদন, দে'জ পাবলিশিং)